দৈনিক দুর্নীতির বার্তা
https://dainikdurniti.com
প্রকাশনা: মঙ্গলবার, ২৮ জুলাই, ২০২৬ | ১৩ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
সংবাদ নেয়া হয়েছে: সোমবার, ২৭ জুলাই, ২০২৬ | ১২ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
মূল্য ১২ টাকা

Uncategorized

লোভনীয় পদে নিয়োগে মির্জা আজমের ডিও লেটার ও দুর্নীতির অভিযোগে আলোচনায় ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক আতাহার

লোভনীয় পদে নিয়োগে মির্জা আজমের ডিও লেটার ও দুর্নীতির অভিযোগে আলোচনায় ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক আতাহারনিজস্ব প্রতিবেদকফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রশাসনিক অনিয়ম, কেনাকাটায় দুর্নীতির অভিযোগ এবং নিয়োগ বাণিজ্য নিয়ে প্রকাশিত এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জেরে সাংবাদিক গ্রেপ্তারের ঘটনায় নতুন করে আলোচনায় এসেছেন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মো. শহীদ আতাহার হোসেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার অতীত পদায়ন, রাজনৈতিক সুপারিশ এবং বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগও সামনে এসেছে।প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, শেখ হাসিনার সরকারের আমলে পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) পদে পদায়নের জন্য মো. শহীদ আতাহার হোসেন তৎকালীন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজমের ডিও (আধাসরকারি) লেটার নিয়েছিলেন।জানা যায়, ২০২২ সালের ১২ এপ্রিল তৎকালীন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের কাছে পাঠানো এক আধাসরকারি পত্রে মির্জা আজম আতাহার হোসেনকে পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) পদে পদায়নের জন্য জোর সুপারিশ করেন। ওই পত্রে তিনি উল্লেখ করেন, আতাহার হোসেন তার নিজ জেলার বাসিন্দা এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীন ফায়ার সার্ভিসের ১১টি মডার্ন প্রকল্পের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। একই সঙ্গে তাকে "মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের একজন নিবেদিত কর্মকর্তা" হিসেবে উল্লেখ করে শূন্য থাকা পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) পদে পদায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।এদিকে সম্প্রতি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রশাসনিক অনিয়ম, কেনাকাটায় দুর্নীতি এবং কয়েকজন কর্মকর্তার কর্মকাণ্ড নিয়ে তথ্য-উপাত্তভিত্তিক একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। অভিযোগ রয়েছে, প্রতিবেদন প্রকাশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সাংবাদিক হাফিজুর রহমান শফিকের বিরুদ্ধে সাইবার সুরক্ষা আইনে মামলা দায়ের করা হয় এবং পরে শাহবাগ থানা পুলিশ…

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন

গাংনী বামন্দী-বেতবাড়ীয়া সড়ক মৃত্যুর ফাঁদ কালভার্ট নির্মাণের দাবি।

মরজেম হোসেন, গাংনী প্রতিনিধি:টানা কয়েকদিনের ভারী বর্ষণে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী থেকে বেতবাড়ীয়াগামী সড়কটি ভেঙে গিয়ে বিশাল গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। এতে চরম যাতায়াত দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয় এলাকাবাসী ও পথচারীরা। সড়কটির কাজীপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ভবানীপুর গ্রামসংলগ্ন অংশটি বর্তমানে সম্পূর্ণ চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। দ্রুত এটি মেরামত করা না হলে যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা।সরেজমিনে দেখা গেছে, মাথাভাঙ্গা নদীর পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া এই সড়কটি গত বছরের ভারী বর্ষণেও একবার ভেঙে গিয়েছিল। পরবর্তীতে ইট-খোয়া দিয়ে সাময়িকভাবে সংস্কার করা হলেও চলতি মৌসুমের টানা বৃষ্টিতে আগের ক্ষতের পাশ থেকেই মাটি ধসে রাস্তাটি আবার নদীগর্ভে বিলীন হতে চলেছে। বর্তমানে সড়কটি সাধারণ মানুষের জন্য একটি ‘মৃত্যুর ফাঁদে’ পরিণত হয়েছে।সড়কটি ভেঙে যাওয়ায় এই অঞ্চলের যোগাযোগব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। বর্তমানে এই পথ দিয়ে কোনো প্রকার যানবাহন চলাচল করতে পারছে না। ফলে প্রতিদিন কর্মজীবী মানুষ, স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের চরম ঝুঁকি নিয়ে পায়ে হেঁটে চলাচল করতে হচ্ছে।সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছেন স্থানীয় কৃষকরা। মাঠ থেকে উৎপাদিত ফসল বাজারে বা ঘরে তুলতে তাদের এখন অতিরিক্ত ৫ থেকে ৭ কিলোমিটার পথ ঘুরে যাতায়াত করতে হচ্ছে। এতে যেমন বাড়ছে সময়, তেমনি বাড়ছে উৎপাদন ও পরিবহন খরচ।স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, শুধু ইট-খোয়া দিয়ে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। মাথাভাঙ্গা নদীর পানির তোড় ও বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের জন্য এই ভাঙন অংশে একটি টেকসই কালভার্ট নির্মাণ করা জরুরি। কালভার্ট তৈরি করা হলে পানি চলাচলের পথ সুগম হবে এবং রাস্তাটি বারবার…

গণপূর্তের প্রভাবশালী প্রকৌশলী বদরুল আলম খানের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, টেন্ডার সিন্ডিকেট ও সম্পদ গোপনের অভিযোগ: দুদকে

অনুসন্ধানের দাবি !

নিজস্ব প্রতিবেদক : গণপূর্ত অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সিভিল) মোহাম্মদ বদরুল আলম খানের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, সরকারি প্রকল্পের দরপত্র নিয়ন্ত্রণ, ঠিকাদারি সিন্ডিকেট পরিচালনা, প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তার এবং জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ উঠেছে।এসব অভিযোগের বিষয়ে ঠিকাদার ও অধিদপ্তরের কয়েকজন কর্মকর্তা বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দেওয়ার পাশাপাশি দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) অনুসন্ধানের আবেদন করেছেন বলে জানা গেছে।অভিযোগকারীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে বদরুল আলম খান নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি এবং সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের দরপত্র প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে একটি নির্দিষ্ট ঠিকাদার গোষ্ঠীকে সুবিধা দিয়ে আসছেন। তাদের অভিযোগ, তার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা একটি প্রভাবশালী সিন্ডিকেট রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সরকারি নির্মাণকাজে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে।প্রধান প্রকৌশলীর পরিবর্তনের পর বেড়েছে প্রভাব—এমন অভিযোগ : অভিযোগে বলা হয়েছে, গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্বে পরিবর্তনের পর বদরুল আলম খানের প্রশাসনিক প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায়। জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের পাশ কাটিয়ে মো. খালেকুজ্জামান চৌধুরীকে রুটিন দায়িত্ব দেওয়ার পর থেকে অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বদরুল আলম খানের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।কয়েকজন কর্মকর্তা অভিযোগ করেন, আওয়ামী লীগ সরকারের সময় তিনি তৎকালীন গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী ওবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী এবং ভোলায় কর্মরত অবস্থায় সাবেক মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ব্যবহার করে নিয়োগ, বদলি ও টেন্ডার কার্যক্রমে প্রভাব বিস্তার করতেন।অভিযোগকারীদের দাবি, রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরও নতুন ক্ষমতাকেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে তিনি নিজের প্রভাব ধরে রেখেছেন।ঠিকাদারি সিন্ডিকেটের অভিযোগ : ঠিকাদারদের অভিযোগ, ভোলা, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কুমিল্লার কয়েকজন ঠিকাদারকে ঘিরে একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট সক্রিয় রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে,...

গণপূর্তের প্রভাবশালী প্রকৌশলী বদরুল আলম খানের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, টেন্ডার সিন্ডিকেট ও সম্পদ গোপনের অভিযোগ: দুদকে

অনুসন্ধানের দাবি !

ক্ষমতার বলয়ে প্রভাব বিস্তার, ঠিকাদারি নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপের অভিযোগ; পারিবারিক বিরোধে উঠে এলো নানা বিতর্ক ! পত্র-পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর সম্পাদক ও প্রকাশক সহ সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলাসহ গুমরে হুমকি ! গণপূর্তের প্রভাবশালী প্রকৌশলী বদরুল আলম খানের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, টেন্ডার সিন্ডিকেট ও সম্পদ গোপনের অভিযোগ: দুদকে অনুসন্ধানের দাবি ! নিজস্ব প্রতিবেদক : গণপূর্ত অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সিভিল) মোহাম্মদ বদরুল আলম খানের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, সরকারি প্রকল্পের দরপত্র নিয়ন্ত্রণ, ঠিকাদারি সিন্ডিকেট পরিচালনা, প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তার এবং জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ উঠেছে। এসব অভিযোগের বিষয়ে ঠিকাদার ও অধিদপ্তরের কয়েকজন কর্মকর্তা বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দেওয়ার পাশাপাশি দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) অনুসন্ধানের আবেদন করেছেন বলে জানা গেছে।অভিযোগকারীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে বদরুল আলম খান নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি এবং সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের দরপত্র প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে একটি নির্দিষ্ট ঠিকাদার গোষ্ঠীকে সুবিধা দিয়ে আসছেন। তাদের অভিযোগ, তার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা একটি প্রভাবশালী সিন্ডিকেট রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সরকারি নির্মাণকাজে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে।প্রধান প্রকৌশলীর পরিবর্তনের পর বেড়েছে প্রভাব—এমন অভিযোগ : অভিযোগে বলা হয়েছে, গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্বে পরিবর্তনের পর বদরুল আলম খানের প্রশাসনিক প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায়। জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের পাশ কাটিয়ে মো. খালেকুজ্জামান চৌধুরীকে রুটিন দায়িত্ব দেওয়ার পর থেকে অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বদরুল আলম খানের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।কয়েকজন কর্মকর্তা অভিযোগ করেন, আওয়ামী লীগ সরকারের সময় তিনি তৎকালীন গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী ওবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী এবং ভোলায় কর্মরত অবস্থায়...

সাবেক পুলিশ প্রধান বেনজির আহমেদের প্রভাব খাটিয়ে এসআই আজাদের আলাদিনের চেরাগ।

মোঃ বিল্লাল হোসেনজেলা প্রতিনিধি: সাবেক পুলিশ প্রধান বেনজীর আহমেদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে পুলিশের নিয়োগ, বদলি ও তদবির বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে কোটি কোটি টাকার অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন পুলিশ সদর দপ্তরের সাবেক সাব-ইন্সপেক্টর (এসআই) আবুল কালাম আজাদ। কুমিল্লা জেলার দেবীদ্বার উপজেলার বাসিন্দা এবং অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কনস্টেবল আব্দুল মান্নানের (ওরফে মোফান) ছেলে কালাম সাধারণ একজন উপ-পরিদর্শক হয়েও নারায়ণগঞ্জে বহুতল ভবন, ঢাকায় বিলাসবহুল ফ্ল্যাট, নিজের ও পরিবারের নামে বিপুল পরিমাণ ফসলি জমি এবং বড় বড় মাছের প্রজেক্ট গড়ে তুলেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, পুলিশ সদর দপ্তরে দীর্ঘদিন কর্মরত থাকার সুবাদে তৎকালীন আইজিপি বেনজীর আহমেদের ঘনিষ্ঠ বলয়ের প্রভাব খাটিয়ে একটি শক্ত সিন্ডিকেট গড়ে তোলেন এসআই আবুল কালাম আজাদ। এই প্রভাবশালী পরিচয় ব্যবহার করে পুলিশের বিভিন্ন নিয়োগ ও বদলি বাণিজ্যসহ নানাবিধ তদবিরের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেন তিনি। তার অর্জিত অবৈধ সম্পদের খোঁজে নেমে জানা গেছে, নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লা থানাধীন ভূইগড় কবইতলা মেইন রাস্তার ৩০০ ফুট পশ্চিমে ৫ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট একটি নির্মাণাধীন বহুতল ভবন রয়েছে তার, যার ইতোমধ্যে দ্বিতীয় তলার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত টাকা দিয়ে ঢাকা শহরে নিজের ছোট বোন 'মনি'কে একটি ফ্ল্যাট কিনে দিয়েছেন এবং নিজ এলাকা দেবীদ্বার ও এর আশেপাশে নিজের এবং স্বজনদের নামে-বেনামে প্রচুর ফসলি জমি ও মাছ চাষের জন্য বড় বড় পুকুর ক্রয় করেছেন। শুধু জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনই নয়, এলাকায় ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে সরকারি উন্নয়ন কাজে বাধা সৃষ্টির মতো গুরুতর অভিযোগ...

অপরাধ ও দুর্নীতি

বিএনপি ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ঘোষিত মাসব্যাপী জলাশয় পরিচ্ছন্ন, মশার স্প্রে, কয়েল ও ডেঙ্গু লিফলেট বিতরণ

বিএনপি ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ঘোষিত মাসব্যাপী জলাশয় পরিচ্ছন্ন, মশার স্প্রে, কয়েল ও ডেঙ্গু লিফলেট বিতরণ ফরহাদ হোসেনআজ ২৭ জুলাই সোমবার রাজধানীর ঢাকা মহানগর দক্ষিন যুবদল এর নিউমার্কেট থানার সদস্য সচিব কে এম চঞ্চল এর নেতৃত্বে নিউমার্কেট এলাকায় এই সচেতনতা মূলক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। শতাধিক পথচারী ও রিক্সা চালকদের মাঝে এই লিফলেট, মশার স্প্রে ও কয়েল বিতরণ করা হয়। এ সময় নিউমার্কেট থানা যুবদলের সদস্য সচিব কে এম চঞ্চল বলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা-১০ সংসদীয় আসনের এমপি, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম রবি ভাইয়ের নির্দেশনায় নিউমার্কেট থানা যুবদলের বিভিন্ন কর্মসূচি চলমান রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতা আমরা লিফলেট, মশার স্প্রে ও কয়েল বিতরন করছি। তিনি বলেন, ঘোষিত মাসব্যাপী জলাশয় পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন অভিযান ও ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিচ্ছন্ন নগর গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আজ নিউমার্কেট থানার প্রিয়াঙ্গন মার্কেট এর পাশে এই কার্যক্রম পরিচালনা করছি। একটি পরিচ্ছন্ন, পরিবেশবান্ধব ও বাসযোগ্য নগর গড়ে তোলাই নিউমার্কেট থানা যুবদলের লক্ষ্য। নিউমার্কেট থানা যুবদলের আহবায়ক মিজান ব্যাপারী বলেন, পরিচ্ছন্ন, পরিবেশবান্ধব ও বাসযোগ্য নগর গড়তে সকলের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। সচেতনতাই পারে সকল প্রাকৃতিক সমস্যা গুলোর সমাধান করতে। আমাদের বাড়ির আশেপাশের জায়গায় গুলো পরিস্কার রাখি, পরিচ্ছন্ন সমাজ গড়ি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, নিউমার্কেট থানা যুবদলের সাবেক যুগ্ম আহবায়ক মো রহমান, নিউমার্কেট থানা যুবদলের যুবনেতা মোঃ শাহ আলম, মিকাইল হোসেন মিঠু, এম সোহেল,...